

ভিডিও পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কতৃ পক্ষ সমীপে

বিগত ১০ অক্টোবর ৮৭ হতে শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতি এবং ২৭ নভেম্বর ৮৭ হতে সরকারী নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। চ্যান্সেলর মহোদয়ের আকাক্ষিক্যে শীতকালীন বন্ধ শেষে ভাগিটি কতৃ পক্ষ শান্তিপূর্ণ ভাবে যখন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন তখনই পদ কায়ের স্বাধীনতা মহলের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য মহোদয় চ, বি, অধ্যাদেশ ৭০ এর ১৩(৩) নং ধারা বলে অনিবার্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কতৃ পক্ষের পূর্ব ঘোষিত নির্দেশানুসারে ৭-১-৮৮ হতে হলসমূহ বলে দেয়ার কথা। কিন্তু 'দৈনিক সংবাদ'-এর ২২শে পৌষ, ১৪ বাং সংখ্যা-মোতাবেক গত ৫-১-৮৮ হতে ছাত্ররা বলে আসা আরম্ভ করেন। এখন প্রশ্ন হলো সংশ্লিষ্ট হল প্রশাসন কিভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এ সমস্ত ছাত্রকে বলে অবস্থানের অনুমতি দিলেন? কিভাবে তারা (অবস্থানরতরা) অস্ত্র নিয়ে বলে প্রবেশ করলে? হল প্রশাসন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আগত ছাত্রদের বলে অবস্থানের অনুমতি না দিলে হয়তঃ বা এ অবস্থানিত ঘটনা সংঘটিত হতো না। আমরা ৬-১-৮৮ ইং-এর ঘটনাটির তদন্ত এবং যথোপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করছি।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জীবন থেকে অনেক মূল্যবান সময় গ্রাস করেছে। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যেতে পারে না।

উপাচার্য মহোদয়, চ, বি, সিওকেট, ও চ, বি, শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি বিনীত অনুরোধ আর কালক্ষেপণ নয়, অনতিবিলম্বে সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যত দ্রুত সম্ভব (সর্বাধিক এক সপ্তাহ) হল ও ক্লাস আরম্ভ করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদেরকে মানসিকভাবে স্বস্তি করুন।

মোঃ শাহজাহান হাফিজ ভূঁইয়া, লোক প্রশাসন বিভাগ, মোঃ নুরুল আমিন, পরিসংখ্যান বিভাগ, মোঃ শাহজাহান, হিসাব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।